যুগান্তর

তারিখ : 13 MAR 2013
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...

দুর্নীতিবাজ ভিসিদের বিরুদ্ধে চলছে গোয়েন্দা তদন্ত

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতার পালাবদল

মুশতাক আহমদ

ক্ষমতার পালাবদল শুরু হয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। সরকারের চার বছর পার হওয়ায় অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। এ কারণে পুরনোদের বিদায় আর নতুনদের আগমন ঘটছে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ এ পদে। বিপরীতদিকে বিদায়ী অনেক ভিসির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে নিয়োগ, পদোন্নতি, উন্নয়ন কাজ, বাড়িভাড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার জোরালো অভিযোগ উঠেছে। এরই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পৃথক গোয়েন্দা তদন্ত চলছে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ভিসির বিরুদ্ধে একটি রিপোর্ট জমাও পড়েছে বলে দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওই দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, মেয়াদপূর্তির কারণে ক্ষমতার পালাবদলের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটিতে নতুন ভিসি যোগদান করেছেন। দুটিতে চলতি সপ্তাহে এবং আরও কয়েকটিতে শিগগিরই নয়া ভিসি-প্রোভিসি যোগদান করবেন। সূত্র আরও জানায়, আগামী জুন নাগাদ অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির চার বছরের মেয়াদ পূর্ণ হবে। ফলে প্রায় সবগুলোতেই ভিসি পদে নতুন মুখ দেখা যাবে।

তবে এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্র অবস্থানে রয়েছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি 'পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত' নিয়োগাদেশ বলে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। যে কারণে ২০০৯ সালের মধ্য জানুয়ারি থেকে দায়িত্ব পালন করায় প্রায় দু'মাস আগে পূর্ণকালীন মেয়াদ পূর্তি হওয়া সত্ত্বেও দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন বর্তমান ভিসি। দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৩৫টি। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার গঠনের পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিদায় ঘটা বাড়তে থাকে। অবশ্য এরমধ্যে বর্তমান সরকার আমলে নবপ্রতিষ্ঠিত কয়েকটির ঘটনা ভিন্ন। পুরনোগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ভিসি অধ্যাপক এসএমএ মেয়াদের শুরুতেই ইস্তফা দেন। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার আগেই তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন তিনি। এরপর বর্তমান ভিসি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক ১৫ জানুয়ারি অস্থায়ীভাবে নিয়োগ লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ ধরে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ভিসিদের বিদায় হয়। এভাবে তখন ৬ মাসের মধ্যে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়া ভিসি নিয়োগ পেয়ে যান। যাদের মেয়াদ চলতি বছরের জুনের মধ্যে শেষ হবে।

বড় দাবিদার চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি একইসঙ্গে ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়। রাজশাহীতে ওই বছর ২৬ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক ড. আবদুস সোবহান দায়িত্ব নেন। আর চট্টগ্রামে দায়িত্ব নেয়া অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ [illegible] থাকা অবস্থায়ই

চলতি সপ্তাহে নতুন ভিসি পাচ্ছে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়

২০১১ সালের ২৮ নভেম্বর মারা যান। সে কারণে ওই বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য শিগগির নয়া ভিসি পাচ্ছে না। তবে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভিসি ও প্রোভিসি নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। ভিসি হিসেবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মিজানউদ্দিন এবং প্রোভিসি হিসেবে সরোয়ার জাহানের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ফাইল অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসেবে অবশ্য এখন পর্যন্ত কারও নাম প্রস্তাব করা হয়নি। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত ভিসির দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র জানায়, বিদায়ী ভিসি ড. সালেহউদ্দিন ফের ভিসি হওয়ার জন্য নানা মহলে চেষ্টা-তদবির করছেন; যদিও প্রকাশ্যে তিনি এ ব্যাপারে নির্লিপ্তভাব দেখাচ্ছেন বলে তার ঘনিষ্ঠজনরা জানান। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, তাদের কাছে অভিযোগ এসেছে— বিদায়ী ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গভীর সংকটে ফেলে গেছেন। প্রথমত, দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেন গোটা জনবলকে। এছাড়া যেসব শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে গেছেন, তাদের বেশির ভাগ বিএনপি-জামায়াতপন্থী। রহস্যজনক কারণে প্রকৃত আওয়ামীপন্থী অনেকেই বঞ্চিত হয়েছেন। প্রকৃত আওয়ামী লীগের বাইরে নব্য আওয়ামী লীগ এবং বামপন্থী শিক্ষকরা জায়গা নিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, অভিযোগ রয়েছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি মেয়াদ শেষ হলেও ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে নিজ বাসভবনে বসে ১৪ জনকে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেন। আর তাতে নিয়োগের তারিখ হিসেবে ৩ মাস আগের সময় উল্লেখ করেন। সূত্র জানায়, এসব অভিযোগ সরকারের উর্ধ্বতন পর্যায় অবগত হয়েছে। এ কারণে শেষপর্যন্ত তার পুনর্নিয়োগ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

একই ঘটনা ঘটিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ভিসি। জানা গেছে, পুনর্নিয়োগের তদবিরের জন্য তিনি আওয়ামী লীগের একজন সাংগঠনিক সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মাদারীপুর পর্যন্ত যান। তবে নিয়োগ, টেন্ডার, বাড়িভাড়াসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে সরকারের হাইকমান্ড তার প্রতি নাখোশ। যে কারণে তারও পুনর্নিয়োগের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ বলে জানা গেছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি একজন প্রোভিসি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, উচ্চাভিলাষী ওই শিক্ষক জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাগ্যান্বেষণে চাকরি নেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জন প্রোভিসি নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে। সূত্র জানায়, সম্ভাব্য প্রার্থীদের নামের তালিকা খোদ শিক্ষামন্ত্রীর দফতরে রয়েছে। শিগগির সেখানে দু'জন নিয়োগ পাচ্ছেন বলে জানা গেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মীজানুর রহমানের নাম পালাবদল : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

পালাবদল : বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

চূড়ান্ত হয়েছে। তার নিয়োগের ফাইল চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে সরকারের উচ্চপর্যায়ে রয়েছে। কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ড. খোন্দকার আশরাফ হোসেন ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খানের নাম শোনা যাচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে রফিকউল্লাহ খান অনেকটা অনাগ্রহী বলে জানা গেছে। সে ক্ষেত্রে অধ্যাপক আশরাফের নিয়োগ লাভের সম্ভাবনা বেশি বলে জানা গেছে। মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রোভিসি অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদের আলোচনায় রয়েছে। আর উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগের আরেক প্রভাবশালী নেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। মন্ত্রণালয়ের ওই কর্মকর্তা নিজ এলাকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আবদুল মান্নানের পক্ষে। আর আওয়ামী লীগের ওই নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসনের অধ্যাপক মাহবুবুর রহমানের পক্ষে। অধ্যাপক মান্নানের নাম অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হলে শেষপর্যন্ত তা অবশ্য ফেরত আসে। উভয়কূল রক্ষার জন্য মন্ত্রণালয় শেষপর্যন্ত উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ মোকাররম হোসেনকে চলতি দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক সাখাওয়াত হোসেন দায়িত্ব নেন গত বছরের ডিসেম্বরে। এরপর তারই অধীন সিন্ডিকেটের সদস্য ও দোসর হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহাবুদ্দিন আহমেদকে তদবির করে তিনি ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেতে সহায়তা করেন। জানা গেছে, বিদায়ী ভিসির ব্যাপারে নানা অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে। সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিদায়ী ভিসির বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ দেয়া, আওয়ামী লীগের পরিবর্তে জামায়াত-বিএনপিপন্থীদের নিয়োগ দেয়ার অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছে। আর বর্তমান ভিসি বিদায়ী ভিসির ব্যাপারে তদন্তের পরিবর্তে তার গুণকীর্তন করে মন্ত্রণালয়ে পত্র দিয়েছেন। এর বাইরে বিদায়ী ভিসির আরেক দোসর রেজিস্ট্রার নওয়াব আলীকে রক্ষার চেষ্টা করছেন। এসব কারণে বর্তমান ভিসির ব্যাপারে সরকারের হাইকমান্ড বিরক্ত বলে জানা গেছে। ফলে যে কোন মুহূর্তে তাকে অপসারণ করা হতে পারে বলেও জানা গেছে। এসব ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিসি নিয়োগ আর বিদায়ের বিষয়টি স্বাভাবিক ঘটনার অংশ। একজনের মেয়াদ পূর্ণ হলে হয় তিনি চলে যাবেন বা পুনর্নিয়োগ পাবেন অথবা নতুন কেউ দায়িত্ব নেবেন— এটাই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, ভিসি নিয়োগে সরকার সৎ, যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকদের বাছাই করে থাকে। এক্ষেত্রে তদবির মুখ্য বিষয় নয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কারও বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি উত্থাপিত হলে তা তদন্ত করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এ ব্যাপারে কাজ করছে।